অন্যরকম দিন

পিনাকী

নগেন মিত্র সরকারী অফিসের বেতনভুক কেরাণী। ছাপোষা মানুষ।সকালে নাকে-মুখে গুঁজে বাসে করে অফিসে ছোটা, দেরীতে পৌঁছোনোর জন্যবড় সায়েবের গম্ভীর বাদামী মুখের সামনে পড়া-না-পারা ছাত্রের মতোকিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা , পাশের ডেস্কের সহকর্মীটির সঙ্গে অফিস এবংঅফিসের লোকেদের হাঁড়ির খবর নিয়ে আলোচনা, টিফিন আওয়ার্সে এক হাতঅক্শন ব্রীজ, বিকেলে বাদুড় ঝোলা বাসভ্রমণের পর রাস্তায় পড়ে থাকাকলার খোসার উপর অসাবধানে পা দিয়ে পিছলে পড়তে পড়তে বেঁচে যাওয়াএবং পরিশেষে বাড়ীতে গৃহিণীর সঙ্গে কিছুক্ষণ নৈশগলাসাধা' ---- এই তাঁর দৈনিক জীবনযাপনের সংক্ষিপ্ত টিন। অবশ্যপরিবর্তনও হয় মাঝে মাঝেই। কোনওদিন সামান্য পথ পাল্টে অফিস ফেরতানগেন মিত্তির বন্ধুদের আড্ডায় গিয়ে বসেন। কয়েক হাত অক্শন ব্রীজ খেলে বাসায়ফিরতে ফিরতে মনে হয় ----- আহা! যদি বাসের বদলে ট্রেনে যাতায়াতকরতাম! রোজ সুধীন - অলোক দের মত টাওয়েল ছড়িয়ে তুখোড় তাস পেটাযেত। নগেন মিত্তির লোক ভাল। ঐ যে বললাম ----- ছাপোষা। মেজাজ তেমন চড়ানয়। অন্ততঃ প্রকাশপায় না সাধারণভাবে। অফিসে বেয়ারাটা তেড়েবেয়াড়া ধরণের কিছু বকলেও নিশ্চুপ, স্ত্রীর সামনেও তথৈবচ। গলা সাধলেওকিছুটা যেন মিইয়ে পড়া গলায়। তবু বরফও তো গলে। আর ঊষ্ণতা পড়লেফোটেও একসময়। নগেনবাবুরও মেজাজ চড়ে। যৌবনের স্যানডো মনের মধ্যে টগবগকরে ফুটতে থাকে। কিছু করতে চায়। যেমন এখন করছে।

বাস থেকে নেমেই নগেনবাবুর চোখে পড়েছিল ছোটোখাটো একটা ভীড়।তালপুকুরের বাসস্ট্যান্ডের এরকম জটলা সচরাচর চোখে পড়ে না।কৌতূহল বোধ করলেন নগেনবাবু। একটু ফাঁকফোঁকর খুঁজে নিয়েই উঁকিমারার জন্য মাথাটা গলিয়ে দিলেন।

একটা বাচচা ----- আট-ন' বছরের। রক্তাক্ত। বাঁ পা'টাএকদম থেতলে গেছে। ইশ! 'মরে গেছে নাকি?' ---- শুধোলেন পাশের জনকে।

'না। জাস্ট পায়ের ওপর দিয়ে গেছে।'

নগেনবাবু কথাটা শুনে বুঝতে পারলেন না,বাচচাটার মাথাটা তাহলে ফাটলো কি করে। ঐ টুকু একটা বাচচা! চাপাপড়ল কিসে? ভাবতে ভাবতেই চোখে পড়ল বাইকটা। এক পাশে কেতরে পড়েআছে। বাইকের মালিক জনতার হাতে । থমথমে উত্তেজনা।লোকটাকে নিয়ে টানা- হ্যাঁচড়া চলছে। ধোলাই লাগানো হ'বেমনে হয়। নগেনবাবু একটু এগিয়ে গেলেন।

বাচচাটার দিকে কারও নজর ছিলনা । বাচচার বাবা ভীষণ ফ্যাকাশে মুখে আর কয়েক জনের সাহায্যে একটাট্যাক্সিতে তুললেন ছেলেকে। হাসপাতাল দূরে। বেশ দূরে। যাওয়া উচিত ছিলকি? একবার ভাবলেন নগেনবাবু। একবারই। ভাবনাটা এগোল না তেমন। কারণ,বাইকের সেই লোকটার ওপর তখন গরম লোহার ছ্যাঁকা লাগতে শু করেছে।নগেনবাবুও হাত লাগালেন।

একটু আগে বাসে একটা ধুমসো মত লোকতাঁর পা মাড়িয়ে দিয়েছিল। মারাত্মক টাটাচ্ছে পা টা ' এখনো।'দাদা, একটু দেখে পা ফেলুন' বলাতে দাঁত খিঁচিয়ে উত্তর এলো----' পাবলিক বাস মশাই। পা কি আপনার জন্য মাথায় তুলে রাখবো? অতঅসুবিধে হলে ট্যাক্সিতে করে যান।' নগেনবাবু ছিলেন বসে ।দাঁড়িয়ে থাকাসবাই তাই এককথায় লোকটাকে সমর্থন করল। কিছু করার ছিল না। সহ্যকরতেই হ'ল।

নগেনবাবু গায়ের জোরে একটা ঘুষিচালালেন লোকটার চোয়াল লক্ষ্য করে। কোথায় সেটা পড়ল পরিষ্কারবোঝা গেল না। আরও অনেকের চড়- থাপ্পর- ঘুঁষি বৃষ্টির মত ঝড়েপড়ছিল লোকটার চোখে মুখে, গায়ে।

ভুল করে কমিশন রেকর্ডসে হাজার দেড়েকটাকার গলদ ক'রে ফেলেছিলেন। জি. এম. চেম্বারে ডেকে মিষ্টিক'রে ধ্যাতালেন। মূল কথাটা ছিল, যদিও ভদ্রতার চাদরে ঢাকা -----'বয়স তো হল মশাই। আর কেন? চেয়ারটা ছাড়ুন এবার।'মিষ্টির উত্তরে চিনি মাখানো কথা যেহেতু বলার অভ্যাস নেই, জবাব দেওয়াযায় নি।

নগেনবাবু গায়ের সমস্ত জোর দিয়েআরেকটা ঘুঁষি চালালেন। তারপর আরও একটা ..... মন থেকে রাগেরবোঝা বেশ কিছুটা নেমে যাবার পর খেয়াল হ'ল গিন্নী ফেরার পথে ফর্দমিলিয়ে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যেতে বলেছেন। ভুলে গেলে আবার ....

নাঃ। বশিষ্টর দোকানে একবার যেতেইহ'বে। এখনই।

অসুবিধা কিছু নেই। ব্যাগসমেত ফর্দ সকালেঅফিস যাবার পথেই দিয়ে গেছেন। জিনিসগুলো এখন মিলিয়ে নেওয়া কেবল।

বশিষ্ট'র দোকান থেকে বাড়ীযাবার সহজতম রাস্তাটি ছেড়ে নগেনবাবু ঘুরপথে হাঁটলেন। না --- ক্লাবনয়। পথে আবার বেণু'র দোকানটা পড়ে কিনা। অন্য দোকান থেকে মালপত্রকিনেছেন বুঝে ফেললে আর ধারে ব্লেডটা, আলুটা মুলোটা পেতে অসুবিধায়পড়তে

হবে। তার থেকে বরং একটু ঘুরে যাওয়া ভাল।
সদ্য হাত-পা নাড়ার উত্তেজনা গা থেকেএখনো ঝরে নি। কলিং বেলটা বাজাবার আগে ভাবলেনও ---- বলব নমিতাকে?তারপরেই নমিতার রাশভারি মুখটা --- কল্পনা করেপ্লটাকে গিলে ফেলতেই হ'ল। ঊর্ধ-পঞ্চাশের এই বাতে- ধরাশরীরখানা নিয়ে জোয়ানি ফলাতে গেছিলেন শুনলে কী ঘটবে তাতিনি ভালই জানেন।
বাড়ী ঢুকলেন।
তারপর জামা-কাপড় ছাড়া, হপ্তাখানেকমেঝে-না-ঘষা বাথমে হাত-পা-ধোয়া, খাবার বাসনটা নিয়ে চৌকির ওপর বাবুহয়ে বসা, খেতে খেতে লুঙ্গিটা বাঁ হাত দিয়ে গুটিয়ে নেওয়া-- এসব যাবতীয় দৈনন্দিন কাজ যথারীতি করলেননগেনবাবু।
রোজকার মতো আজও টি.ভি.চালালেন তিনি। একটা বাংলা সিরিয়াল হচ্ছিল তখন। সেই অখাদ্য সিরিয়াল।সারাদিনের ক্লান্তিকর পরিশ্রমের পর যা দেখতে নগেনবাবুর কখনোই ভাল লাগে না। কী আছে এতে? ভাবলেননগেন বাবু --- ম্যাটম্যাটে ব্যাপার সব। প্রেমের টুকরো দৃশ্যগুলো দেখলেই মনে এসে যায় উত্তম-সুচিত্রার কথা। স্মৃতির পর্দায় ছায়া ফেলেযায় বহুদিন আগে দেখা কিছু খন্ডদৃশ্য। কী অভিনয়! তার কাছে এসব! কিসে আরকিসে?
সিরিয়াল দেখতে বসলেই এসব কথাঘোরাফেরা করে নগেন মিত্তিরের মস্তিষ্কের কোষে কোষে। সেখান থেকেগড়িয়ে গড়িয়ে স্নায়ুপথ বেয়ে মুখে চলে আসে। গলগল করে বেরিয়ে পড়েঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। উদ্দেশ্য নমিতা। নিশ্চিতভাবে নমিতা তখন ছোটপর্দায় ঘটনাবলীতে মগ্ন। সেখান থেকে কথাগুলো তাঁকে সরিয়ে আনতে চায়। কানের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে মাথারদিকে রওনা হয়। সিরিয়াল মগ্ন নমিতার মনোযোগ নষ্ট হ'বে এবংঅবশ্যম্ভাবী ফল ---- বিরক্ত নমিতা ঝনঝন ক'রে উঠবেন -----
"আঃ!! এত কথা বলতে পারো নাতুমি! কোনোদিন দেখলাম না যে একটা কিছু মন দিয়ে দেখতে দিচ্ছ। এত কথা পাও কোত্থেকে? একটু চুপ করে থাকতে পার না?"
রোজ এরকম হয়।
নগেনবাবু চুপ করে যাবেন। চেষ্টাকরবেন সিরিয়ালে মনোযোগ দিতে। পারবেন না। বিরক্তির একশেষ। খবরেরকাগজে চোখ বোলাবেন এরপর। প্রথম পাতা নয়, সম্পাদকীয় নয় --- পাতাউল্টে সোজা শেয়ার বাজারের দর। পাড়ার একটা ছেলে ইউনিটট্রাস্টের এজেন্সী নিয়েছিল। জোর করে মাষ্টার গেইনের কাগজগছিয়ে দিয়েছে। এক্কেবারে পাঁচহাজার টাকার। নগেনবাবু কিনলেন। দরও পড়েগেল। শেয়ারের হালচালই এরকম। ওঠা নামা।
সিরিয়াল শেষ হয়। নমিতা বিচ্ছিন্না ----- হ'ন ছোটপর্দারথেকে। মানুষটার যে কথাগুলো এতক্ষণ মাথায় ঘুরছিল সেটা নিয়েচিন্তা করেন, রোজকার মত। রক্তগুলো মথিত করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে -----
"আর উত্তম কুমার। সিনেমাই দেখা হয় না কতদিন। নাটক-থিয়েটার সব শখই তো বিসর্জ্জন দিলাম।"
নগেনবাবু মুখ তুলবেন কাগজ থেকে। গিন্নীরচোখে চোখ। একটা প্রায় মরে যাওয়া প্রেম শূণ্যের মধ্যে দিয়েহেঁটে যা'বে চোখ থেকে চোখে। দুজনেই ভাববেন। কতদিন একসঙ্গে বেরোননা দুজনে। সিনেমা দেখা হয়না। আগে হ'ত। কলকাতার রাস্তায়রাস্তায় হাঁটা, এক বছরের বাচচা মনীশকে কোলে নিয়ে এসপ্ল্যানেডের মাদ্রাজী রেস্তোরাঁয়ধোঁসা খাওয়া, মেট্রোয় ইংরেজী ফিল্ম এলেই ঢুকে যাওয়া। এমনও হয়েছে,সারারাত ক্লাসিকাল প্রোগ্রাম দেখে সকালে বাড়ী ফিরেছেন, খাওয়া-দাওয়াসেরে আবার ছুটেছেন ম্যাটিনিতে লাইট হাউসে। এখন আর হয় না। ছেলে-মেয়েকে মানুষ ক'রতে করতেই সেসবছুটকো শখ কবে মরে গেছে টেরই পান নি কেউ।
এই স্মৃতিচারণেররাস্তাতেই মনদুটো আরও কিছুক্ষণ হাঁটলে কিছু কথা ছিল না। কিন্তুতা' হবার নয়। অবশ্যম্ভাবী ভাবে নমিতা দৈনন্দিন ছোট-খাটোচাওয়া-না-পাওয়ার কেঠো বেঞ্চির ওপর এসে বসবেন। শু হবে নগেন মিত্তিরেরআজীবন নির্বীর্যতার প্রতি ধিক্কার। নমিতার যাবতীয় দুর্দশার মূলে শুধুএই লোকটা। কাপুষ। সারাটা জীবন কেরাণী থেকে গেল। টিপিক্যাল ক্লার্কেরমনোভাব। এটা অবশ্য নতুন কথা নয়। ছেলে মনীশও হামেশাই এই কথাটা বলে।সত্যিই, তাঁর কোন নতুন কিছু করা, যা আগে করেন নি কোনোদিন এমন কোনকাজের ইচ্ছে বা ঝুঁকি নেবার মনোভাব --- কোনটাই নেই। মাঝে মাঝে বলতেইচ্ছে করে ---- আমি নগেন মিত্র তার সারাজীবনের কাপুষ কেরাণীগিরিতেতো তোমাদের মাথার ওপর একটা ছাদ, জীবনের বড় চাহিদাগুলো মিটিয়েদিয়েছি। তোমার নতুন যুগের ছেলে, নিজেদের ক্ষমতা কদ্দুর সেটা দেখাকনা। শুধু ছেলেকেই নয়, তার মাকেও একথা বলা দরকার। সংসারের কোনব্যাপারেই ইদানীং নাক গলান না, পুরোটাই এই ভদ্রমহিলার ওপর ছেড়েরেখেছেন। তাও অভিযোগের কমতি নেই।স্বাভাবিকভাবেই, ধৈর্য হারিয়ে একসময় ঝগড়া করতে থাকবেন। কিছুক্ষণ।ক্ষীণ গলায় প্রতিবাদ করতে থাক বেন। বদলে ছিটকে ছিটকে আসবেমেয়েমানুষের সেই চিরপরিচিত 'বুড়োভাম' প্রভৃতিঅশালীন শব্দগুলো। রোজ, এই সময়। ঝড় উঠবে।
আজ কোন জবাব দিলেন না তিনি। ভালো লাগলনা। নমিতা একটু অবাক। এরকমতো হয় না। বিয়ের পরেই।শ্বশুরবাড়ীর কোন্এক আত্মীয়ের কটূ মন্তব্য করাথেকে শু করে আজ সকালেও মোতির মার মুখ করা অব্ধি এসে তিনি থেমে গেলেন।জ্বালানির অভাবে তো ইঞ্জিন বেশীক্ষণ চলে না।

নমিতা উঠে যান।
নগেন বাবু অবশ্য ততক্ষণে মিলিয়ে গেছেন চিন্তার গভীরতায়।
কোন দিনই কোন কিছু কেনা হয় নি। এখন এই বয়সে, একটা ভ্যাকুয়ামক্লীনার কেনার ইচ্ছে হয়, একটা ভি.সি.পি কেনারও। দুটো সম্পূর্ণদু'কারণে। মোতির মার মোছা ভাল না,ঘর যেমন নোংরাতেমনই থেকে যায়। কাজেই গিন্নীর ভার লাঘব করতে ক্লীনারটা দরকার আর ভি.সি.পি টা - পুরনো দিনের ছবিগুলো দেখতে ইদানীং খুব সাধ হয়। আরও কিছুদিনঅপেক্ষা করতে হবে এর জন্য । মাস ছয়েক হয়ে গেলেও মেয়ের বিয়ে দেওয়ারআর্থিক ধকলটা এখনও সামলে উঠতে পারেননি। রিটায়ারমেন্টের সময় অ র্ন্ড্লীভগুলো বেচে, এনডোমেন্টের পলিসিবাবদ যা পাওয়া যাবে, তাই দিয়েই এসব করতেহবে।
অবশ্য এই তিপ্পান্নতেইম্যানেজমেন্ট যেভাবে গোল্ডেণহ্যান্ডশেকের পলিসি চালু করার মতলব করেছে, তাতে কটা দিন আর ঐ চেয় ারে বসাযাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। কে জানে , হয়ত শিগগীরি চলে যেতে হ'বে। চলেযাওয়া-- কার কী বা এসে যায় এতে। বরং কেউ কেউ খুব খুশী হবে। ব্রাঞ্চে একটা মাত্র ইউনিয়ন, তাতেও দলাদলি। সুশীল,সুব্রত, সেবাব্রত -- কেউই তাঁকে পছন্দ করেন া। পছন্দ না করার দলটা অবশ্য এত ছোট না।বেশ বড়ই। অফিসের অনেকে তাঁকে পছন্দ করে। অনেকেই করে না। যেমন জি. এম.। পার্সোনালিটি ক্ল্যাশ হয় একটা।কাজে ভুল পেলেই মিষ্টি কথায় ঠুকতে থাকেন। সুযোগ অবশ্য পাননা খুব একটা। আজপেয়েছেন।
নগেনবাবুরহঠাৎ মনে হল আজ একটা ব্যতিত্রমী দিন। না, অফিসের ব্যাপারটার জন্য নয়। আজ সবমিলিয়ে কেমন একটা অন্যরকম হাওয়া বইছে। কিছুক্ষণ আগের, সন্ধ্যের ঘটনাটা মনেপড়ল। অরকম পাবলিকের সঙ্গে মিশে চড়টা ঘুঁষিটা চালিয়ে দেবার ঘটনা সচরাচর ঘটেনা।আসলে, ঘটেই না। সুদূর অতীতে অবশ্য হামেশাই হত। স্পষ্ট মনে পড়ে আজও।মণিবৌদির বাড়িতে একটা চোর ধরা পড়েছিল। নগেনবাবুর বয়স তখন বছর কুড়ি। সেসময়টায় চারপাশে আন্ত্রিকের প্রকোপ প্রবল। নগেনবাবুও ভুগছেন। মনে আছে, চোর ধরাপড়েছে শুনে প্রবল উৎসাহে কম্বলে মাথা ঢেকে চুটলেন মণিবৌদির বাড়ি। সুখ হয়নি খুবএকটা। গোটাচারেক ঘুঁষি লাগিয়েছেন সবে। হঠাৎ নজরে পড়ল -- সামনে দাদা। কটমটক'রে তাকিয়ে। চোখের পলকে দুব্লা শরীর নিয়েই ছুট্ ওখান থেকে। বাড়িফেরার পর যা' হয়েছিল বলার নয়।
আজঅবশ্য সেরকম হয় নি। নমিতা জানেন না, রক্ষে। না হলে লেগে যেত ইতিমধ্যেই।সত্যিই একটা ব্যতিত্রমী দিন।
এইমুহূর্তে , এভাবেই চিন্তাগুলো ইতস্তত বিচরণ করতে থাকে নগেনবাবুর।
কলতলাটাসারাতে হবে। বারান্দার ডুম বাল্বটা কেটে গেছে, এখনো লাগানো হয়নি -- এরকম অজস্রসাংসারিক চিন্তাভ াবনা মাথায় ছোট ছোট পা ফেলে হেঁটে বেড়ায়।
কতকী যে করা হয়নি।
টিভি'র নবটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। খুলে যাবে-যাবে মনেহয় হাত দিলেই।
ফ্যানের গায়ের ঝুল ঝ াড়া হয়নি বেশকিছু দিন।
পরশু টিফিন আওয়ার্সে সুবল এসেছিল। মধুদেবার কথা বলে দিয়েছেন ওকে। ওর আবার ভেজাল দেবার অভ্যাস আছে। চেখেনিতে হবে।
বিয়ের সময় পাওয়া হাত-ঘড়িটা বিগড়েআছে। সারানো দরকার।
সামনের রবিবারে শ্যামনগর যাওয়া দরকার।মনাকে বলতে হ'বে ওর বাইকে করে যেন পৌঁছে দিয়ে আসে সকালে।
বাইক!!
এইখানে এসে ধীর অথচ গতিশীলচিন্তাটা হঠাৎ ধাক্কা খেল।
মনা তো বাইক নিয়ে বেরিয়েছে। কখন? সন্ধ্যের সময় ? খবরটা জানা খুব জরী।নগেন বাবু হাঁক পাড়লেন -----
'হ্যাঁগো, মনা কখন বেরিয়েছে?'
উত্তর নেই। কোনো কথার জবাব একবারেআসে না। একটা কথার জবাব পেতে যদি বারবার রান্না ঘরে ছুটতে হয় -----ধৈর্য থাকে না নগেনবাবুর। রান্নাঘরে, যেখানে বউয়ের অস্তিত্ব ঘোষিতহচ্ছে কড়াইতে ফোড়ন দেবার শব্দে, প্রায় ছুটেই গেলেন তিনি।
'মনা কখন বেরিয়েছে?'
'এই সাড়ে ছ'ট া নাগাদ,কেন?'
'নাঃ। এমনি।' ----- আপাতনির্বিকার মুখে ফিরে এলেও নগেনবাবুর ভিতরে এখন তোলপাড়।
সেই বাইকটাও লাল ছিল। সাড়ে ছটা। একটুপরেই হ'বে। বাড়ী থেকে তাল পুকুর যেতে যতটুকু লাগে, মনা যা জোরেচালায়। কতদিন বারণ করেছেন, কে কার কথা শোনে। কাউকে চাপা দিতে কতক্ষণ।
মনা কি.....?
শরীরটা খুব অস্থির হয়ে উঠল। ওটাকি মনীশ ছিল? আঃ। কেন যে ভাল ক'রে মুখটা দেখেন নি! নিজের উপরেইপ্রচন্ড বিরক্ত হন

নগেনবাবু।
অথচ দেখা জরী ছিল। যা মার খেয়েছে,তাতে লোকটা কিংবা মনা (!)- এখন হাসপাতালে নিশ্চয়ই। কীঅবস্থা কে জানে। যদি সত্যিই মনা হয়?
প্রচন্ড অনুশোচনা ঘিরে ধরলনগেনবাবুকে। এ কী করেছেন তিনি! হুজুগে মেতে আর দশটা লোকের সঙ্গে মিশেনিজের ছেলেকে পিটিয়ে এলেন!!
দুঃখ নয়, শোক নয় ----- অনুশোচনা।
তালপুকুরের উত্তেজিত রাস্তাটাএখন বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। একটা লোক। মাথার থেকেহেলমেটটা খুলে পড়ে গেছে। বাইকটা ছিটকে পড়ে আছে একপাশে। হাজার হাতউঠছে নামছে। মুখ বাঁকাতে চাইছে লোকটা। সে কি মনীশ?
বারবার চেষ্টাতেও লোকটার মুখ,জামার রং বা শরীরের গড়ন কিছুই মনে পড়ছেনা তাঁর। বড় অসহায় ভাবে নগেনমিত্তির ঈশ্বর নামক লোকটাকে ডাকাডাকি করতে থাকেন। আর ডাকতেগিয়েই.....
ডাকতে গিয়েই বুকের বাঁদিকটায়একটা অদ্ভুত অসোয়াস্তি শু হয়ে গেল।
একটা চিন্ চিন্ ব্যথা। তারপর বাড়তেবাড়তে সেটা দম বন্ধ করা যন্ত্রণায় দাঁড়াল।
মনা কোথায় গেল?
খুব আস্তে আস্তে দেয়াল, দরজারপাল্লা, আলনা, চেয়ার ধরে ধরে একসময় তিনি বিছানায় পৌঁছলেন। বুকেরবাঁদিকটায় প্রবল ব্যথা। একটা খিঁচুনি হৃৎপিন্ডটাকে চেপে ধরছে।হাতের জোর বাড়ানোর জন্য কেউ হাতের তালুতে ক্যাম্বিস বল নিয়ে চাপদিলে যেমন হয় বলটার, তেমনি হচ্ছে নগেনবাবুর বুকের ছোট্টপাটায়। শুয়ে পড়লেন তিনি।
মনা'র নামে কুড়ি হাজার টাকারএকটা পলিসি করেছিলেন বছর দশেক আগে। পনের বছরের স্কীম। এখনো বছরপাঁচেক প্রিমিয়ম দেওয়া বাকী। এখন ক্লেইম হিসাবে পেলে বোনাস-ফোনাস নিয়ে প্রায় হাজার ত্রিশেক টাকা হ'বে।
আচ্ছা, হঠাৎ মারা গেলে কি কোনক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় ওর অফিসে? প্রাইভেট কনসার্ন তো, বলাযায় না। মনার নিজেরও তো হাজার পঞ্চাশের একটা পলিসি আছে। অ্যাক্সিডেন্ট বেনিফিট সমেত। মানে, ডেথক্লেমে প্রায় এক লাখটাকা, কী একটুবেশীই হ'বে।
এই অসহ্য শারীরিক কষ্টের মধ্যেও মনেমনে একটা জটিল হিসেব চলতে থাকে।
ব্যথাটা জিও মেট্রিক প্রগ্রেসানে বেড়েচলেছে। ব্যথাটা কীসের, নগেনবাবু অবশ্য এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন। আগে কখনোএটা হয়নি। জীবনে প্রথমবার। হয়তো এটাই শেষবার।
শরীর জুড়ে ব্যথাময় অবসন্নতা নেমে আসছে।অথচ উঠে পড়া জরী। মনার খবরটা পাওয়া দরকার। কাছাকাছিহাসপাতালগুলোয় একবার খোঁজ করতে হ'বে। নমিতাকে ডাকতে গেলেন।আওয়াজ বেরোল না।
অন্ধকারে গভীরতর স্তরে তলিয়েযেতে যেতে নগেনবাবুর আবার মনে হ'ল ------ আজ একটা অন্যরকম দিন।
মুখের সামনে নমিতার উদ্বিগ্ন, অসহায়চাউনি তিনি দেখতে পেলেন না।

ডঃ মুখার্জ্জীর নার্সিংহোমের দোতলারএকটা ঘরে যখন চোখ খুললেন নগেনবাবু, রাত তখন একটা। চোখের উপর কতগুলো উদ্বিগ্ন,মুখের ছবি। ঝুঁকে আছে। ডাক্তার মুখার্জ্জী, নমিতা, মেয়ে কল্পনা, আরমনীশ।
মনীশ!
নিকষ অন্ধকারে এতক্ষণ যাকেখুঁজছিলেন, সে এখন সামনে দাঁড়িয়ে। একটা স্বস্তি পেলেন নগেনবাবু। ছেলে,মেয়ে,
বউ,ঘর-বাড়ী---- এসব কিছু ফেলে এই অসময়ে কেউ একা চলে যেতেপারে? আরো কিছুদিন এ সংসারে থাকতে হ'বে।
'এখন কেমন বোধ করছেন?'ডাক্তারের গলা 'কিছু খাবেন?'
নগেনবাবুর শরীর এখন আগের থেকে ভালো। খিদেও পাচ্ছে। তবু, মুখে কিছুইনা বলে শুধু মাথা নাড়লেন। কারণ, এই মুহূর্তে তাঁর চোখ পড়েছিল গিন্নীরওপর।
গিন্নীর মুখের রাশভারি রেখাচিত্রে এমননরম, মায়াবী ভাব বহু দিন, ----- দিন নয়, বহু বছর দেখেন নি। সেই কবে, বিয়েরপর প্রথম দিকে ফিরতে রাতহ'লে ভয়, উদ্বেগ, ভালবাসা মিলেমিশে এরকম একাকার হয়ে যেত। বহুকালবাদে সেই মুখ সামনে ফিরে এল আজ।
সন্ধ্যের ঘটনাটা না ঘটলে কি আর এইনমিতাকে পাওয়া যেত?
ফিক্ করে হেসে ফেললেন নগেন মিত্তির। মনেমনে ভাবলেন ----- বলেই ফেলি, এবার।